JUN. 27 2002

প্রথম আলো

কিশোর-বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন

মঙ্গলবার ২৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রথম হইতে তৃতীয় তলা পর্যন্ত দেশের কিশোর-তরুণ বিজ্ঞানীদের যে আসর বসে, তাহা ছিল চমৎকৃত হইবার মতো। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা ডামাডোলের মধ্যেও খোদ রাজধানী হইতে প্রত্যন্ত এলাকা অবধি যে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ ছিল তাহার মস্তবড় দৃষ্টান্ত। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আসা ৭৫টি স্কুল, কলেজ ও বিজ্ঞান ক্লাবের ১৩৮ জন ক্ষুদে বিজ্ঞানী যে স্টলগুলি খোলে, সেইগুলি চমকপ্রদ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন উপকরণে ছিল পরিপূর্ণ। মনোজ্ঞ ওই প্রদর্শনীতে রাখা স্বল্পমূল্যে লিখিবার কালি, প্রি-পেইড কার্ডে বিদ্যুৎ ব্যবহার, ভেষজ উপায়ে ডায়াবেটিসের ঔষধ তৈরি, গোবর দিয়া নষ্ট ব্যাটারি সক্রিয় করা, সূর্যমুখী ফুলের বিচি দিয়া তেল বানানো, পাথরকুচি পাতা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা কচুরিপানা হইতে পেট্রল তৈরির মতো আবিষ্কারের নমুনা দর্শকদের সম্মুখে যেন এক বিস্ময়কর জগতেরই দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল। দেশের ভবিষ্যৎ লইয়া বয়স্করা যখন চিন্তামগ্ন, তখন কিশোর-তরুণ এই বিজ্ঞানীদের হৃদয়ভরা কত আশা, দুই চোখভরা কত না স্বপ্ন। আমাদের একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে এই প্রদর্শনী ছিল নবীনের বিপুল প্রাণশক্তিতে টইটম্বুর। নূতনের ওই স্বপ্ন যেন পুরাতন চোখগুলিতেও স্বপ্নাঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছিল। বস্তুত স্বপ্নই বাস্তবতাকে পথ দেখায়। স্বাপ্নিক যদি পাখির মতো আকাশে উড়িবার স্বপ্ন না দেখিত, বিজ্ঞানী উড়োজাহাজ গড়িবার প্রেরণা পাইত কোথায়? স্বপ্ন হইতেই পেনিসিলিনের মতো ঔষধ আবিষ্কার, স্বপ্ন হইতেই তো নভোযান, টেলিভিশন, কম্পিউটারের উদ্ভাবন। বাংলাদেশের নূতন প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা আজ যে স্বপ্ন দেখিতেছে তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া তাহাদেরকে উৎসাহিত এবং সর্বপ্রযত্নে সাহায্য-সহযোগিতা করাকেই আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় তাহাদেরকে যথেষ্ট আস্থাবান মনে হইয়াছে। নিজেদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার সাফল্যের ব্যাপারে তাহারা সকল মহলের যে সহযোগিতা কামনা করিয়াছে তাহা বিবেচনা করা উচিত সহানুভূতির সঙ্গেই। সুলভে ও স্বল্পমূল্যে যদি কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্জিত হয়, দেশের অনগ্রসর সংখ্যাগরিষ্ঠ সবিশেষ উপকৃত হইবে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে হইলে আমাদের শিল্পোন্নয়নে মনোযোগী হওয়াও প্রয়োজন। ভারি শিল্পের কল্পনাবিলাস নয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শিল্প ইউনিটের সঙ্গে অব্যবহৃত জনশক্তির একটা বড় অংশকে সম্পৃক্ত করিতে পারিলে দারিদ্র্য বিমোচনে তাহা বড় রকম সহায়ক হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, পাট হইতে পারটেক্স তৈরি হইয়াছে এই দেশের বিজ্ঞানীর গবেষণাতেই। এই ব্যাপারে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা সরকারের তরফ হইতে উপযুক্ত সহযোগিতা পাইয়াছিলেন বলিয়াই সফল হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধরনের সরকারি কিংবা বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নজির এই দেশে অল্প। আসলে নাই বলিলেই যথার্থ বলা হয়। সন্দেহ কি, এই উপেক্ষা ও অবহেলার দরুন এই দেশের বহু প্রতিভাই নীরবে ঝরিয়া যায়। পাটের আঁশ হইতে উৎকৃষ্ট কাগজের মণ্ড তৈরিতে সক্ষম হইয়াছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানীরা। বলা দুষ্কর শেষ পর্যন্ত এই অনন্য উদ্ভাবনার পরিণতি কী দাঁড়াইবে! ঝিনাইদহের মামুন গত বৎসরই বায়ুচালিত গাড়ি এবং পোকা তাড়াইবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। কে বলিবে, তাহার সঠিক সাফল্য অর্জিত হইয়াছে কি হয় নাই। এই ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কয়টি বলিব? ২৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে যে স্বপ্নচারীদের সাক্ষাৎ মিলিল, তাহাদের স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব সকল মহলেরই। আজকের দিনে এই দেশে যে একজন কিশোর বা তরুণ বিজ্ঞানী, সে একদিন নিউটন বা জগদীশ চন্দ্রের মতো জগৎবরেণ্য বৈজ্ঞানিক হইবে না, কে তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারে?